নবী নন্দিনী ফাতেমা যাহরা (আঃ)-এর ঐতিহাসিক খুতবার পূর্ণ বিবরণি

খুতবার সনদ ও দলীলাদি

এ খুতবাটি এমন এক ঐতিহাসিক ও প্রসিদ্ধ খুতবা, যা শিয়া ও সুন্নী উভয় সম্প্রদায়ের প্রখ্যাত আলেমগণ ধারাবাহিক সনদের সাথে বর্ণনা করেছেন। অনেকে এ খুতবাকে একটি খাবারে ওয়াহীদ হিসেবে ধারণা করে থাকেন, কিন্তু তা আদৌ সঠিক নহে। এ ঐতিহাসিক খুতবাটি বহু প্রসিদ্ধ গ্রন্থপঞ্জিতে বর্ণিত হয়েছে, তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে ঃ

(১) প্রখ্যাত সুন্নী মনীষী ইবনে আবীল হাদীদ মু'তাজেলী তাঁর রচিত "শারহে নাহজুল বালাগা" গ্রন্থে প্রথম অধ্যায়ে ওসমান বিন হানিফের চিঠির ব্যাখ্যায় হযরত ফাতেমা যাহ্‌রা (আঃ)-এর খুতবা সনদ ও দলীলাদি বর্ণনা করেছেন। তিনি উল্লেখ করেছেন ঃ এ খুতবার যে সকল সনদ ও দলীলাদি এখানে উলেখ করেছি তা একটিও শিয়া সম্প্রদায়ের গ্রন্থাবলী থেকে গ্রহণ করি নি।

অতঃপর প্রসিদ্ধ গ্রন্থ "সাকিফার" প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। যে গ্রন্থটি সুন্নী সম্প্রদায়ের প্রখ্যাত মুহাদ্দিস আবু বকর ইবনে আব্দুল আজিজ জাওহারী কর্তৃক রচিত। এ গ্রন্থে সে উক্ত খুতবাটি বিভিন্ন সনদ সহকারে উল্লেখ করেছেন। আর ইবনে আবীল হাদীদ (রহঃ) সে সমস্ত সনদসমূহ "শারহে নাহজুল বালাগা" গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন, কিন্তু আমরা স্থান সংকুলানের কারণে এখানে তা উল্লেখ করা হতে বিরত থাকছি।

তিনি উলেখ করেছেন ঃ যখন ক্ষমতাসীন প্রশাসন ফিদাক দখলের সিদ্ধান্ত নেয়, তখন হযরত ফাতেমা যাহ্‌রা (আঃ) কতিপয় কুরাইশ নারীদেরকে নিয়ে মসজিদে নববীর অভিমুখে যাত্রা করেন। সে সময় তাঁর পথ চলার ধরণটি রাসূল (সাঃ)-এর পথ চলার অনুরূপ ছিল এবং তিনি সেখানে এক সুদীর্ঘ খুতবা প্রদান করেন।

এ বিষয়টি উল্লেখের পর ইবনে আবীল হাদীদ উক্ত ঐতিহাসিক ও প্রসিদ্ধ খুতবাটি বর্ণনা করেছেন যদিও এ খুতবার বিবরণ অন্যান্য সূত্রে কিছুটা ব্যবধান রয়েছে।

(২) আলী (আঃ) ইবনে ঈসা আরবেলী (রহঃ) "কাশফুল গাম্মাহ্" গ্রন্থে এ খুতবাটি আবু বকর আহমাদ ইবনে আব্দুল আজিজ (রহঃ) রচিত "সাকীফা" গ্রন্থের উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেছেন ।

(৩) মাসউদী (রহঃ) স্বীয় গ্রন্থ "মুরুজুজ্ জাহাব" এ উক্ত খুতবার প্রতি সুস্পষ্ট ইঙ্গিত করেছেন।

(৪) প্রখ্যাত শিয়া মনীষী সাইয়্যেদ মূর্ত্তজা (রহঃ) "সাফী" গ্রন্থে খুতবাটি রাসূল (সাঃ)-এর স্ত্রী হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন।

(৫) প্রখ্যাত মুহাদ্দিস হযরত শেখ সাদুক (রহঃ) এ খুতবার কিছু অংশ বিশেষ "এলালূশ্ শারায়ে" গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।

(৬) বিখ্যাত ফকীহ ও মুহাদ্দিস হযরত শেখ মুফিদ (রহঃ)ও খুতবার অংশবিশেষ বর্ণনা করেছেন।

(৭) সাইয়্যেদ ইবনে তাউস (রহঃ) "তারাউফ" গ্রন্থে খুতবার কিছু অংশ আহমাদ বিন মুহাম্মাদ মারদুয়ে ইসফাহনী (রহঃ) রচিত সুন্নী সম্প্রদায়ের প্রসিদ্ধ গ্রন্থ "আল মানাকেব" থেকে হযরত আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন।

(৮) "এহতিযাব" গ্রন্থের প্রণেতা হযরত তাবার্সী (রহঃ) স্বীয় গ্রন্থে এ খুতবাটি "মুরসাল" হিসেবে উল্লেখ করেছেন।[১]

সুতরাং, এ ঐতিহাসিক খুতবাটি আহ্লে বাইত (আঃ)-এর অন্যতম প্রসিদ্ধ খুতবা। বর্ণিত হয়েছে যে, ধর্মভীরু অনেক শিয়ারা নিজ নিজ সন্তানদের প্রতি এ খুতবাটি মুখস্ত করার উপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করতেন। যাতে করে সময়ের বিবর্তনে কেহ তা ভুলে না যায় এবং ইসলামের শত্রুরা যেন সেটাকে বিকৃত করতে না পারে।

বর্তমানের সম্ভ্রান্ত যুব সমাজেরও উচিৎ এ বীরত্বগাঁথা খুতবাটি সঠিকভাবে অনুধাবন করা এবং ভবিষ্যত প্রজন্মের নিকট তা পৌছে দেয়া।

হযরত ফাতেমা যাহ্রা (আঃ)-এর খূতবার সাতটি পরিচ্ছেদ

বস্তুতঃ এ অনবদ্য ও নজিরবিহীন খুতবাটি সাতটি পরিচ্ছেদের সমন্নয়ে গঠিত এবং প্রত্যেকটি পরিচ্ছেদ একটি নির্দিষ্ট বিষয়বস্তুর প্রতি ইঙ্গিত বহন করে। এখানে প্রত্যেকটি পরিচ্ছেদের উপর পৃথক পৃথকভাবে আলোকপাত করা অত্যন্ত জরুরী ঃ

প্রথম পরিচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্র একত্ববাদ, গুণাবলী, পবিত্র নামসমূহ এবং পৃথিবী সৃষ্টির উদ্দেশ্য প্রসঙ্গে জ্ঞানগর্ভ ও সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা ।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ঃ রাসূল (সাঃ)-এর মহিমান্বিত মর্যাদা, দায়িত্ব, বৈশিষ্ট্য ও উদ্দেশ্যাবলী সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ ঃ পবিত্র কোরআনের গুরুত্ব ও তাৎপর্য, ইসলামী শিক্ষার ব্যাপকতা, ইসলামী আহকামের রহস্য, দর্শন এবং উপদেশ-নসিহত প্রসঙ্গে পর্যালোচনা করা হয়েছে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ ঃ নারীকুলের শিরোমণি হযরত ফাতেমা যাহ্রা (আঃ) নিজের পরিচয় তুলে ধরার সাথে সাথে এ উম্মতের জন্য তাঁর শ্রদ্ধাভাজন পিতা রাসূল (সাঃ)-এর অপরিসীম পরিশ্রমের বিষয়টি উল্লেখ করেছেন। এ পরিচ্ছেদে তিনি জাহেলী যুগে তাদের দুর্বিসহ পরিস্থিতির কথা স্বরণ করিয়ে

---

[১]। আলামা মাজলিসী রচিত" বিহারুল আনওয়ার", খন্ড ৮ম, পৃঃ ১০৮।

দিয়েছেন এবং ইসলাম পরবর্তী তুলনামূলক অবস্থার বিষয়টি তুলে ধরে এ পরিবর্তন ও উত্তরণ থেকে শিক্ষা অর্জনের নিমিত্তে দিকনির্দেশনা দিয়েছেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ ঃ রাসূল (সাঃ)-এর ওফাত পরবর্তী ট্রাজেডী, ঘটনাবলী এবং ইসলাম নির্মূলের লক্ষ্যে মুনাফিক গোষ্ঠীর পায়তারা।

ষষ্ট পরিচ্ছেদ ঃ ফিদাক দখল ও এক্ষেত্রে ভিত্তিহীন অজুহাত উত্থাপন এবং উক্ত অজুহাতসমূহের অকাট্য জবাব প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে।

সপ্তম পরিচ্ছেদ ঃ শেষ বারের মত চূড়ান্ত নিস্পত্তির লক্ষ্যে তিনি আনসার ও বিখ্যাত সাহাবীবর্গের সহযোগীতা কামনা করেছেন। পরিশেষে তিনি মহান আলাহর আজাবের প্রতি ভয় প্রদর্শনের মাধ্যমে নিজের খুতবার পরিসমাপ্তি করেন।

بسم الله ا لرحمن الرحيم

لما أجمع أبوبكر على منع فاطمة عليها السلام فدكاً و صرف عاملها منها و بلغها ذلک، لاثت خمارها على رأسها واشتملت بجلبابها و أقبلت فى لمة من حفدتها و نساء قومها، تجر أدراعها، تطأذيوها، ما تخرم مشيتها مشية رسول الله صلى الله عليه وآله

حتى دخلت على أبي بكر المسجد و هو فى حشد من المهاجرين والانصار و غيرهم

فنيطت دونها و دون الناس ملاءة فجلست. ثم أنت أنة ارتجت لها القلوب و ذرفت لها العيون و أجهش القوم لها بالبكاء و النحيب، فارتج المجلس.

ثم أمهلت هنية حتى إذا سكن نشيج القوم و هدأت فورتهم افتتحت الكلام بمحمد الله والثناء عليه والصلاة على رسوله، فعاد القوم فى بكائهم. فلما أمسكوا عادت عليهاالسلم في كلامها، فقالت

যখন আবু বকর ফিদক দখলের চুড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয় এবং সেখান থেকে হযরত ফাতেমা যাহরা (অঃ)-এর প্রতিনিধিকে বিতাড়িত করে। তখন তিনি স্বীয় মস্তক ও শরীর সম্পূর্ণ আবৃত করে এবং বনী হাশিমের কিছু সংখ্যক মহিলাদেরকে সাথে নিয়ে প্রতিবাদ জানানোর উদ্দেশ্যে আবু বকরের নিকট আসেন।

তিনি পথ চলার সময় তার পোষাক মাটিতে ঝুলছিল। তাঁর পথ চলার ধরণটি হুবাহু রাসূলে খোদা (সাঃ)-এর পথ চলার ন্যায় ছিল।

আবু বকর এবং কিছু সংখ্যক আনসার ও মুহাজিরবৃন্দ মসজিদে নববীতে বসে ছিলেন, এমন সময় হযরত ফাতেমা যাহরা (আঃ) মসজিদে প্রবেশ করেন।

হযরত ফাতেমা যাহরা (আঃ) মসজিদে আসা মাত্রই তাঁর ও জনগণের মাঝে একটি পর্দা ঝুলিয়ে দেওয়া হয়। তিনি উপবেশন করেন এবং এমনি এক হৃদয়স্পর্শী খুতবা দেন যে, উপস্থিত সকলে হাউ-মাউ করে কাঁদতে থাকেন। তিনি কিছুক্ষণ নীরব থাকেন যাতে করে জনতার কান্নার শব্দ থেমে যায়।

সমবেত জনতা শান্ত হওয়ার পর তিনি আল্লাহর হামদ্ ও রাসূলে খোদা (সাঃ)-এর প্রতি দরুদ পাঠের মাধ্যমে স্বীয় খুতবার সূচনা করেন। সকলে তার কণ্ঠ শোনার পর পুনরায় কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন।

প্রথম পরিচ্ছেদ

আল্লাহর একত্ববাদ, গুণাবলী এবং সৃষ্টির উদ্দেশ্য

اَلحمد لله على ما انعم وله الشّكر على ما الهم والثّناءُ بما قدّم ، مِن عموم نعم ابتدأ ها، و سبوغ آلاءٍ اسداها، و تمام مِننٍ والاها !

جمّ عن الاحصاء عددُها، ونأى عن الجزاءِ اَمدُها، و تفاوت عن الادراك ابدها، وندبهم لاستزادتها بالشّكر لاتّصالها واستحمد الى الخلائق باجزالها، وثنّى بالنّدب الى امثالها. و اشهد ان لا اله الاّ الله وحده لا شريك له، كلمةً جعل الاخلاص تأويلها و ضمّن القلوب موصولها، وانار في الفكر معقولها

الممتنع من الابصار رؤيته، ومن الالسن صفته، ومن الاوهام كيفيّته.

ابتدع الاشياء لا من شيءٍ كان قبلها، و انشأها بلا احتذاء امثلةٍ امتثلها.

كوّنها بقدرته و ذرئها بمشيّته، من غير حاجة منه الى تكوينها، ولا فائدة له في تصويرها الاّ تثبيتاً لحكمته، وتنبيهاً على طاعته، و اظهاراً لقدرته، وتعبداً لبريّته و اعزازاً لدعوته، ثمّ جعل الثواب على طاعته ووضع العقاب على معصيته، ذيادةً لعباده عن نقمته وحياشةً لهم الى جنّته.

"মহান আল্লাহর প্রদত্ত অফুরন্ত নেয়ামতের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। তার প্রদত্ত করুণার শুকর গুজার করছি, যে অপরিসীম করুণা প্রারম্ভে দান করেছেন, আর সে সমস্ত ধারাবাহিক দয়া ও অনুগ্রহ যা সর্বক্ষণিকভাবে আমাদের উপর বর্ষিত হচ্ছে। সে সমস্ত নেয়ামত যা গণনার উর্ধ্বে এবং যে নেয়ামতের ব্যাপকতা ও পরিধি এতই অধিক যে, তার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা মানুষের সাধ্যাতীত। এ সমস্ত নেয়ামতের প্রান্ত সীমা অনুধাবন করা মানুষের পক্ষে আদৌ সম্ভবপর নহে।

তিনি এ সকল অপরসীম ও অফুরন্ত নেয়ামতের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের জন্য স্বীয় বান্দাদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন যাতে তা অব্যাহত থাকে। সমস্ত সৃষ্টি জগতকে তার প্রশংসার আহ্বান জানিয়েছেন এ অভূরন্ত নেয়ামতের কারণে।

আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, একমাত্র আল্লাহ ছাড়া আর কোন উপাস্য নেই এবং তার কোন অংশিদার ও সমকক্ষ নেই। এটা এমনই এক সাক্ষ্য যার অভ্যন্তরকে তিনি (আল্লাহ্) ইখলাস নির্ধারণ করেছেন। (মু'মিনদের) অন্তরসমূহ তাতে সম্পৃক্ত হয়েছে এবং তার প্রভাব চিন্তা ও চেতনায় প্রস্ফুটিত হয়।

ঐ মহান আল্লাহ যিনি দৃষ্টির অন্তরালে, যার গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্য ভাষায় প্রকাশ আদৌ সম্ভবপর নহে এবং যার পবিত্র সত্ত্বা অনুধাবনে জ্ঞান ও চিন্তা অক্ষম।

তিনি পৃথিবীকে সৃষ্টি করেছেন অন্য কিছু সৃষ্টি করার পূর্বে। তিনি ঐ সময় সব কিছুর অস্তিত্ব দান করেছেন, যখন সেগুলোর কোনটির স্বাদৃশ্য বিদ্যমান ছিল না।

তিনি নিজ মহা ক্ষমতায় সেগুলোর মাঝে অস্তিত্ব দান করেছেন এবং স্বীয় ইচ্ছায় সেগুলো সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু সে সমস্ত সৃষ্টি তার বিন্দুমাত্র প্রয়োজন ছিল না।

কেবলমাত্র এগুলোর মাধ্যমে তিনি ইচ্ছাপোষণ করেছিলেন নিজ হিকমতের বহিঃপ্রকাশ ও মানুষদেরকে তার আনুগত্যের প্রতি আদেশ দিতে, আর এভাবে তিনি নিজের অপরিসীম শক্তি ও ক্ষমতার বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছেন এবং সৃষ্টি জগতের প্রতি নিজের আনুগত্যের নির্দেশ দিয়েছেন ।

অতঃপর নিজের আনুগত্যের জন্য পুরুস্কার ও গুনাহের জন্য শাস্তি নির্ধারণ করেছেন। যাতে করে বান্দাদেরকে নিজের ক্রোধ, শাস্তি ও আজাব হতে পরিত্রাণ দিয়ে অপরিসীম রহমত ও বেহেশ্তী বাগিচাগুলিতে স্থান দিতে পারেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

রাসূল (সাঃ)-এর ফজিলত, বৈশিষ্ট্য ও উদ্দেশ্যাবলী

و اشهد انّ ابي محمداً عبده و رسوله، اختاره وانتجبه قبل ان ارسله، وسمّاه قبل ان اجتبله، واصطفاه قبل ان ابتعثه، اذ الخلائق بالغيب مكنونة، وبستر الاهاويل مصونة، وبنهاية العدم مقرونة.

علِماً من الله تعالى بمائل (بمآل) الأُمور، واحاطة بحوادث الدهور، و معرفة بمواقع المقدور.

ابتعثه الله اتماما لامره و عزيمة على امضاءِ حكمه و انفاذاً لمقادير حتمه.

فرأى الأمم فرّقا في اديانها، عكّفا على نيرانها، (و) عابدة لاوثانها، منكرة لله مع عرفانها.

فانار الله بمحمد (صلى الله عليه و آله) ظلمها، وكشف عن القلوب بهمها، وجلّى عن الابصار غممها.

و قام فى الناس بالهداية و انقذهم من الغواية و بصّرهم من العماية.

وهداهم الى الدّين القويم و دعاهم الى الطريق المستقيم، ثمّ قبضه الله اليه قبض رأفة و اختيار و رغبة وايثار، فمحمد (صلى الله عليه و آله) عن (من) تعب هذه الدّار في راحة، قد حفّ بالملائكة الابرار، و رضوان الرّبّ الغفّار، و مجاورة الملك الجبّار.

صلى الله على ابي، نبيه و امينه على الوحي وصفيّه وخيرته من الخلق و رضيّه، والسّلام عليه و رحمة الله و بركاته.

"আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আমার পিতা আলাহর বান্দা এবং তারই প্রেরিত রাসূল (সাঃ)। তিনি তাঁকে প্রেরণের পূর্বে মনোনীত ও সৃষ্টির পূর্বে এ গুরুদায়িত্বে অধিষ্ঠিত করেছেন। আর তাকে নবুওয়াত দানের পূর্বে এ মহান পদে নির্বাচন করেছেন। সে সময় বান্দারা এক গোপন জগতে গুপ্ত অবস্থায় এবং পর্দার অন্তরালে লুকায়িত ও সবিশেষ অনাস্তিত্বে ডুবে ছিল।

উক্ত মনোনয়ন এ কারণে সম্পন্ন হয়েছিল যে, আল্লাহ ভবিষ্যত সম্পর্কে অবহিত ছিলেন এবং বিশ্ব জগতের সম্ভব্য ঘটনাবলী সম্পর্কেও তিনি ছিলেন সর্বোজ্ঞ। তিনি তাকে নবুওয়াতের দায়িত্বে অধিষ্ঠিত করেছেন, যাতে করে সে তার আহ্কামের পূর্ণতা এবং আদেশ-নিষেধ বাস্তবায়ন করতে পারেন।

তিনি যখন নবুওয়াতের অধিষ্ঠিত হন, তখন প্রত্যক্ষ করেন ঃ মানব জাতি বিভিন্ন মতাদর্শে বিভক্ত, কেহ আগুনের চারিপাশে তাওয়াফ করছে অবার কেহ মূর্তি পূজা করছে। যদিও তারা অন্তর থেকে খোদাকে চিনেছে, কিন্তু তদুপরি তাকে অস্বীকার করছে।

আল্লাহ তায়ালা হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর শ্বাশ্বত নুরের আলোতে সকল অন্ধকারাচ্ছন্নতা অপসারণ করেছেন। তিনি লোকদের অন্তরসমূহ হতে অজ্ঞতার পর্দাসমূহ অপসারণ এবং চক্ষুসমূহের সম্মূখ হতে মেঘের আধার ও অন্ধকারাচ্ছন্নতা দূরীভূত করেছেন।

তিনি মানুষের হেদায়েতের জন্য সংগ্রাম করেছেন এবং তাদেরকে গোমরাহী ও পথভ্রষ্টতা হতে পরিত্রাণ দিয়েছেন। তাদের দৃষ্টিসমূহে আলো দান করেছেন। তিনি মানুষকে পবিত্র ইসলাম ধর্মের সুদৃঢ় আদর্শের প্রতি দিক নির্দেশনা দান এবং তাদেরকে এ পথ অনুসরণের জন্য আহ্বান জানিয়েছেন।

অতঃপর আল্লাহ অত্যন্ত মায়া ও মমতার সাথে স্বেচ্ছায় এবং আনন্দচিত্রে তাঁর রুহ গ্রহণ করেন। ফলে এভাবে তিনি দুনিয়ার অশান্তি থেকে মুক্তি পান। আর বর্তমানে তিনি মহান আল্লাহর অপরিসীম দয়া ও অনুগ্রাহে ফেরেশ্তাদের মাঝে এবং তার পবিত্র সান্নিধ্যে অবস্থান করছেন। আলাহর দরুদ বর্ষিত হোক আমার পিতা রাসূলে খোদা, ওহীর বার্তা বাহক এবং সমগ্র সৃষ্টি জগতের মাঝে মনোনিত হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর উপর। আল্লাহর অজস্র রহমত, বরকত ও সালাম তাঁর উপর বর্ষিত হোক।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

পবিত্র কোরআনের গুরুত্ব ও ইসলামী আহ্কামের দর্শন

ثمّ التفت عليها السّلام الى اهل المجلس و قالت:

انتم عباد الله نصب امره و نهيه، و حملة دينه ووحيه، وامناءُ الله على انفسكم، وبلغاؤُه الى الامم .

وزعيمُ حقٍ له فيكم، وعهد قدّمه اليكم.

وبقيّة استخلفها عليكم : كتابُ الله الناطق، والقرآنُ الصّادق، والنّورُ السّاطع، الضياء اللاّمع، بيّنة بصائرُه، منكشفةُ سرائرُه، متجلّية ظواهره ، مغتبط به اشياعُه، قائدُ الى الرّضوان اتّباعه، مؤدّ الى النجاة استماعه، به تنالُ حجج الله المنوّرة، و عزائمه المفسّرة ، و محارمه المحذّرة، وبيّناته الجاليّة، و براهينه الكافية، و فضائله المندوبة، ورخصه الموهوبة، وشرايعه (شرائعه) المكتوبة .

فجعل الله الايمان تطهيراً لكم من الشرك ، والصّلاة تنزيهاً لكم عن الكبر، والزّكاة تزكيّة للنّفس، ونماءً في الرّزق، والصّيام تثبيتاً للأخلاص، والحجّ تشييداً للدّين، والعدل تنسيقاً للقلوب، وطاعتنا نظاماً للملّة، وامامتنا اماناً من الفرقة { للفُرقة }، والجهاد عزاً للاسلام، والصّبر معونةً على استيجاب الاجر، والامر بالمعروف مصلحة للعامّة، وبرّالوالدين وقايةً من السّخط، وصلة الارحام منماةً للعدد، والقصاص حقناً للدماء، والوفاء بالنّذر تعريضاً للمغفرة، و توفية المكاييل والموازين تغييراً للبخس، والنهي عن شرب الخمر تنزيهاً عن الرجس، واجتناب القذف حجاباً عن اللعنة ، و ترك السّرقة ايجاباً للعفّة، وحرّم الله الشّرك اخلاصاً له بالرّبوبيّة.

ف ﴿ اتّقوالله حقّ تقاته ولا تموتنّ الاّ و انتم مسلمون﴾

واطيعوالله فيما امركم به ونهاكم عنه، فانّه ﴿ انّما يخشى الله من عباده العلماء ﴾

"অতঃপর তিনি সমবেত লোকদের প্রতি লক্ষ্য এবং আনসার ও মুহাজিরদের গুরুদায়িত্বের প্রতি ইঙ্গিত করে বলেন ঃ

হে আল্লাহর বান্দাগণ! তোমরা আল্লাহর আদেশ-নিষেধের ক্ষেত্রে দায়িত্বশীল এবং তার ওহি ও দ্বীনের বাহক। তোমরা নিজেদের উপর আলাহর প্রতিনিধি ও জাতিসমূহের প্রতি তার বাণীর প্রচারক।

তোমরা আল্লাহ প্রদত্ত হকের রক্ষণাবেক্ষণকারী এবং পূর্বেই এ জন্য তোমাদের থেকে প্রতিশ্রুতি নেওয়া হয়েছে। আর রাসূল (সাঃ) যা কিছু উম্মতের জন্য রেখে গেছেন, তা হচ্ছে কোরআনে নাতিক ও কোরাআনে সাদীক এবং সেটার অত্যুজ্জ্বল নুর ও জ্যোতি।

এটা এমনই এক গ্রন্থ যেটার দলীলসমূহ হচ্ছে অকাট্য, অভ্যন্তর হচ্ছে সুস্পষ্ট, বর্হিভাগ হচ্ছে আলোকিত এবং সেটার অনুসারীরা হচ্ছে সম্মানিত।

এটা এমনই এক মহাগ্রন্থ, যা তার বাহকদেরকে বেহেশ্তের প্রতি আহ্বান এবং শ্রোতাদেরকে মুক্তির পথে দিক নির্দেশনা প্রদান করে।

এটা এমনই এক মহাগ্রন্থ, যা আল্লাহর অকাট্য দলীলাদির বাহক, এ গ্রন্থে আল্লাহর উপদেশাবলী পুনরাবৃত্তি এবং ওয়াজীবসমূহ তাফসীরের সাথে বর্ণিত হয়েছে। হারাম ঘোষণাকৃত বস্তু হতে বিরত থাকার আদেশ দেওয়া হয়েছে। এ পবিত্র গ্রন্থে আল্লাহর বিধান ও আহকাম সুস্পষ্ট ও পুর্নাঙ্গরূপে বর্ণিত হয়েছে। এতে শিষ্টাচারের বিধান ও আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে বৈধ ঘোষিত বিষয়াবলী অত্যন্ত সুনিপুনভাবে লিপিবদ্ধ হয়েছে।

অতঃপর তিনি বলেন ঃ

আল্লাহ ঈমানকে শিরক হতে তোমাদের পরিশুদ্ধ থাকার জন্য নির্ধারণ করেছেন।

উদ্ধত্য ও অহংকার হতে বিরত থাকার জন্য নামাজকে ওয়াজীব করেছেন।

আত্মার পরিশুদ্ধি ও সম্পদের বরকতের জন্য জাকাত নির্ধারণ করেছেন। ইখলাস সুদৃঢ়করণের লক্ষ্যে রোজাকে ওয়াজীব করেছেন।

ইসলামী বিধানকে শক্তিশালীকরণের লক্ষ্যে হজ্বকে ওয়াজীব করেছেন।

পরস্পরের মাঝে সংহতি বজায় রাখার জন্য ন্যায়পরায়ণতাকে নির্ধারণ করেছেন।

মুসলিম উম্মাহর মাঝে সংহিত সৃষ্টির লক্ষ্যে আমাদের [আহলে বাইত (আঃ) গণের] অনুসরণকে আবশ্যক করেছেন।

ইমামত ও আমাদের নেতৃত্বকে অনৈক্য ও বিচ্ছন্নতা হতে মুক্তির লক্ষ্যে নির্ধারণ করেছেন।

জিহাদকে ইসলামের মর্যাদা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ওয়াজীব করেছেন।

ধৈর্য ও সংযতকে আল্লাহর পুরুস্কারের মাধ্যম হিসেবে নির্ধারণ করেছেন।

সাধারণ মানুষের সংশোধণের জন্য সৎ কাজের প্রতি আদেশকে আবশ্যকীয় করেছেন।

পিতা-মাতার প্রতি সদাচারণকে আলাহর ক্রোধ হতে মুক্তির মাধ্যম হিসেবে নির্ধারণ করেছেন।

আয়ু ও সমর্থ বৃদ্ধির লক্ষ্যে আত্মীয়দের মাঝে সুসম্পর্ক বজায় রাখার বিধানকে আবশ্যক করেছেন।

প্রাণ রক্ষার জন্য কেসাসকে ওয়াজীব করেছেন।

গুনাহ থেকে মুক্তির মাধ্যম হিসেবে মানত বা নজর পালনকে নির্ধারণ করেছেন।

বেচা কেনায় ওজনে কম দেওয়ার প্রবণতা প্রতিরোধের লক্ষ্যে ওজনে কম দেওয়াকে হারাম ঘোষণা করেছেন।

কলুষতা ও পংকিলতা থেকে বিরত থাকার জন্য মদ্যপানকে হারাম করেছেন।

শাস্তি ও আযাব থেকে রক্ষার মাধ্যম হিসেবে অপবাদ ও অকথ্য গালি-গালাজকে হারাম করেছেন।

সম্ভ্রম রক্ষার লক্ষ্যে চুরি করাকে হারাম ঘোষণা করেছেন।

আল্লাহ্ শিরককে হারাম ঘোষণা করেছেন, যাতে করে বান্দারা ইখলাসের সাথে তার বন্দেগী করতে পারে।

অতএব, তিনি যে সর্বোচ্চ মর্যাদার অধিকারী সে অনুযায়ী তাকওয়া অবলম্বন কর। কখনও তার আদেশের অমান্য করবে না এবং চেষ্টা করবে যাতে মুসলমান অবস্থাতে দুনিয়া থেকে বিদায় নিতে পার।

আল্লাহ্‌র আদেশ-নিষেধ পূর্ণাঙ্গরূপে মেনে চল এবং জ্ঞান ও প্রজ্ঞার পথ অনুসরণ কর।[২] কেননা, আল্লাহ বলেছেন ঃ

নিশ্চয়ই বান্দাদের মাঝে কেবলমাত্র আলেম ও জ্ঞানীরা আল্লাহকে ভয় করে।[৩]

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

প্রসাশনের বিরুদ্ধে নিজের অবস্থান ঘোষণা

ثمّ قالت: ايّهاالنّاس ! اعلموا انّي فاطمة، و ابي محمد (صلى الله عليه وآله وسلّم) اقول عوداً وبدءاً ولا اقول ما اقول غلطاً، ولا افعل ما افعل شططاً.

﴿ لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتّم حريص عليكم بالمؤمنين رؤف رحيم﴾

فان تعزوه و تعرفوه تجدوه ابي دون نساءكم، واخا ابن عمّي دون رجالكم، ولنعم المعزيّ اليه صلى الله عليه وآله وسلّم

فبلّغ بالرسالة صادعاً بالنذارة، مائلا عن مدرجة المشركين ضارباً ثبجهم، آخذاً باكظامهم، داعياً الى سبيل ربّه بالحكمة والموعظة الحسنة، يكسرالاصنام و ينكت الهام، حتّى انهزم الجمع وولّواالدّبر، حتّى تفرّى الليل عن صبحه، واسفر الحق عن محضه، ونطق زعيمُ الدّين، و خرست شقاشق الشياطين، وطاح وشيظ النفاق، وانحلّت عقد الكفر والشقاق وفهتم بكلمة الاخلاص في نفر من البيض الخماص.

وكنتم على شفا حفرة من النار، مذقة الشارب، و نهزة الطامع، وقبسة العجلان، وموطىءالاقدام، تشربون الطّرق، وتقتاتون الورق، اذلة خاسئين، تخافون ان يتخطّفكم الناس من حولكم.

فانقذكم الله تبارك و تعالى بمحمد صلى الله عليه وآله وسلّم بعد اللّتيا والّتي، بعد ان مني ببهم الرجال وذؤبان العرب و مردة اهل الكتاب، كلّما اوقدوا نارا للحرب اطفأها الله، او نجم قرن للشيطان، او فغرت فاغرة من المشركين قذف اخاه في لهواتها، فلا ينكفأُ حتى يطأ صماخها باخمصه، و يخمد لهبها بسيفه مكدوداً في ذات الله،

---

[২]। সূরা আলে ইমরান, আয়াত ১০২।

[৩]। সূরা ফাতির, আয়াত ২৮।

مجتهداً في امر الله، قريباً من رسول الله ، سيّداً في اولياء الله، مشمّراً ناصحاً، مجدّاً كادحاً وانتم في رفاهيّة من العيش، وادعون فاكهون آمنون، تتربصّون بنا الدّوائر، و تتوكّفون الاخبار و تنكصون عند النزال، وتفرّون عند القتال.

"অতঃপর বলেন ঃ হে লোকসকল! জেনে রাখ, আমি হচ্ছি ফাতেমা। আমার পিতা হলেন মোহাম্মাদ (সাঃ), আল্লাহর দরুদ ও রহমত তাঁর এবং তাঁর বংশধরের উপর বর্ষিত হোক।

যা কিছু বলছি তার সূচনা ও সমাপ্ত হচ্ছে স্বাদৃর্শ্যপূর্ণ (তাতে কোন পারস্পরিক বৈপরিত্য খুজে পাওয়া যাবে না), যা কিছু বলছি তাতে বিন্দুমাত্র ভূল নেই এবং আমার আমল ভূল-ত্রুটির উর্ধ্বে।

"নিশ্চয়ই তোমাদের নিকট তোমাদেরই মাঝ থেকে একজন রাসূল (সাঃ) আগমণ করেছেন। তোমাদের দূঃখ-কষ্ট তারঁ জন্য দুঃসহ। যিনি তোমাদের জন্য অত্যন্ত মঙ্গলকামী তোমাদের হেদায়েতের জন্য অতি আকাংখী। তিনি মূমিনদের ক্ষেত্রে অতিশয় দয়ালু ও মেহেরবান।"[৪]

যদি তোমরা তাঁর সম্পর্কে একটু অনুসন্ধান কর, তবে জানতে পারবে যে, তিনি ছিলেন আমার পিতা, না তোমাদের নারীদের পিতা। তিনি আমার চাচার পুত্রের ভাই, না তোমাদের পুরুষদের ভাই, এটা কতই না গৌরবদীপ্ত সম্পর্ক। আল্লাহর দরুদ তাঁর উপর এবং তাঁর বংশধরের উপর বর্ষিত হোক।

হ্যাঁ, তিনি আগমণ করেছেন এবং স্বীয় রেসালাতের দায়িত্ব উত্তমরূপে সম্পাদন করেছেন। তিনি মানুষদেরকে সতর্ক করেছেন। মুশরিকদেরকে আলোর পথ দেখিয়েছেন এবং তাদের গ্রীবাদেশ ও গলাতে চাপ প্রয়োগ করেছেন, যাতে করে তারা শিরকের পথ পরিহার করে একাত্ববাদের পথে অগ্রসর হতে পারে। তিনি সর্বদা অকাট্য দলীল-প্রমাণ এবং কার্যকরী উপদেশাবলীর মাধ্যমে মানুষদেরকে আল্ল-াহর পথে আহ্বান জানিয়েছেন।

তিনি মূর্তিসমূহ চুর্ণ-বিচুর্ণ এবং উদ্ধত্য ও অহংকারীদের দর্প বিদীর্ণ করেছেন আর এভাবে তাদের সম্মিলিত জোটের পতন ঘটে। ফলে অন্ধকারাচ্ছন্নের অপসারণ ও জ্যোতির্ময় প্রত্যুষের সুভাগমণ ঘটে। সত্য প্রকাশিত হয়, দ্বীনের প্রতিনিধি প্রচারণা শুরু করেন এবং শয়তানের প্রতিধ্বনি চিরতরে স্তব্ধ হয়ে যায়।

কপটতার প্রধান পরাস্থ এবং কুফর ও অনৈক্যের শিকল ছিন্ন হয়ে যায়। তোমরা যখন "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু" এ পবিত্র কলেমাটি উচ্চারণ করেছিলে, তখন অত্যন্ত নগণ্য ও দারিদ্রপীড়িত ছাড়া আর কিছুই ছিলে না।

হ্যাঁ, তোমরা সে সময় জাহান্নামের অগ্নিকুণ্ডের মুখে অবস্থান করছিলে। তোমরা এতই সংখ্যালঘু ছিলে যে, তা তৃষ্ণার্ত ব্যক্তির জন্য এক ঢোক পানি, ক্ষুধার্ত ব্যক্তির এক লোকমা খাদ্য ও ঐ ব্যক্তির জন্য সামান্যতম অগ্নি যে তীব্রগতিতে আগুনের সন্ধানে রয়েছে, সেগুলোর সাথে তুলনাযোগ্য। আর তোমরা তো তখন পদতলে পিষ্ঠ হচ্ছিলে।

৪। সূরা তওবাহ, আয়াত ১৩২।

সে যুগে ময়লা দূর্গন্ধযুক্ত পানি ছিল তোমাদের পাণীয় এবং গাছের পাতা ছিল তোমাদের খাদ্য। তোমরা ছিলে অপমানিত ও লাঞ্ছিত এক জাতি এবং সর্বদা এ ভয়ে সন্ত্রস্ত ছিলে যে, হয়তোবা কখন প্রতাপশালী শত্রুরা তোমাদের উপর হামলা করবে এবং তোমাদেরকে নিঃচিহ্ন করে দিবে।

কিন্তু মহান আল্লাহ হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর মাধ্যমে তোমাদেরকে অবহেলিত, অপমানিত ও বঞ্চিত অবস্থা থেকে পরিত্রাণ দান করেছেন। তিনি আরবের বীর বাহাদুর, গোত্রপতি এবং উদ্ধত্য ইহুদী ও নাসারাদের সাথে সংগ্রাম করেছেন। আর যখনই তারা যুদ্ধের অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করেছে, তখনই আলাহ তা নিভিয়ে দিয়েছেন।

যখনই শয়তানের শিং উদিত হয়েছে এবং মুশরিকদের ফিৎনা প্রকাশ পেয়েছে, তখনই আমার পিতা স্বীয় ভাই আলী (আঃ)কে তাদের মোকাবেলায় প্রেরণ করেছেন। তিনি তাদেরকে তাঁর মাধ্যমে পরাস্থ করতেন। সে শত্রুদের শরীর থেকে মস্তক বিচ্ছিন্ন ও তাদের অহংকার ও দর্পকে মাটির সাথে মিশিয়ে না দেওয়া পর্যন্ত উক্ত কঠিন দায়িত্ব থেকে এক কদমও পিছপা হতেন না।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

রাসূল (সাঃ)-এর ওফাতের পরবর্তি ট্রাজেডী

فلمّا اختار الله لنبيّه (صلى الله عليه و آله) دار انبيائه ومأوى اصفيائه، ظهرت فيكم حسيكة النفاق، و سمل جلباب الدّين، و نطق كاظم الغاوين، و نبغ خامل الاّقلّين، و هدر فنيق المبطلين، فخطر في عرصاتكم، واطلع الشيطان رأسه من مغرزه هاتفاً بكم، فالفاكم لدعوته مستجيبين، و للغرّة فيه ملاحظين، ثمّ استنهضكم فوجدكم خفافا، و احمشكم فالفاكم غضاباً، فوسمتم غير ابلكم، واوردتم غير شربكم ، هذا والعهد قريب ، والكلم رحيب، والجرح لّما يندمل، والرّسول لّما يقبّر، ابتداراً زعمتم خوف الفتنه ﴿ الا في الفتنة سقطوا و انّ جهنّم لمحيطة بالكافرين ﴾ فهيهات منكم ! و كيف بكم ؟ وانّى تؤفكون، وكتاب الله بين اظهركم اموره زاهرة (ظاهرة) واعلامه باهرة، وزواجره لائحة ، واوامره واضحة ، قد خلفتموه وراء ظهوركم ، ارغبةً عنه تريدون ؟ ام بغيره تحكمون ؟ بئس للظالمين بدلاً.

﴿ ومن يبتغ غير الاسلام ديناً فلن يقبل منه و هو في الآخرة من الخاسرين﴾

“কিন্তু আল্লাহ যখন নবীগণের আবাসস্থলে সব নবীদের মধ্যমণি রাসূল (সাঃ)কে নির্বাচন ও বিশেষ মনোনীত ব্যক্তিবর্গের মাঝে তাঁর মর্যাদাপূর্ণ আসন নির্ধারণ করেন। তখন হঠাৎ করে তোমাদের অন্তরে লুকিয়ে থাকা বিদ্বেষ ও কপটতা প্রকাশ পেয়ে যায়। দ্বীনের পর্দা অপসারিত হয় এবং পথভ্রষ্টরা হুংকার দিয়ে উঠে। অজ্ঞাত ও অখ্যাত ব্যক্তিরা মাথা চড়া দিয়ে উঠে। বাতিলের ধ্বনি বেজে উঠে এবং তা তোমাদের সামাজিক দৃশ্যপটে গতিশীলতা লাভ করে।

শয়তান গোপন আস্তানা হতে মাথা চড়া দিয়ে উঠে এবং তোমাদেরকে তার দিকে আহ্বান জানায়। আর সেও তোমাদেরকে তার আহ্বান ও প্রতারনার উপযুক্ত হিসেবে পায়।

অতঃপর সে তোমাদেরকে তার আহ্বানে প্ররোচিত করে। আর তোমাদের অন্তরে প্রতিশোধ ও প্রতিহিংসার অগ্নিশিখা প্রজ্জ্বলিত করে এবং তোমাদের চেহারাতে সেটার প্রভাব ফুটে উঠে।

আর এরই ফলশ্রুতিতে তোমরা অন্যের উট জবরদখল এবং অন্যের ঘাটে অবৈধভাবে প্রবেশ করেছ। (তোমরা এমনই এক জিনিষের প্রতি হাত বাড়িয়েছ, যা আদৌ তোমাদের প্রাপ্য অধিকার ছিল না এবং পরিশেষে ক্ষমতা জবরদখল করেছ।)

কিন্তু তখন রাসূল (সাঃ)-এর ওফাতের বেশি সময় অতিবাহিত হয় নি এবং আমাদের শোকার্ত ও ক্ষত-বিক্ষত হৃদয় তখনও শান্ত হয়নি। এমনকি রাসূল (সাঃ)-এর দাফনকার্যও তখন পর্যন্ত সম্পন্ন হয় নি।

আর এক্ষেত্রে তোমাদের অজুহাত হচ্ছে, ফিৎনা সৃষ্টির সম্ভবনায় শংকিত ছিলাম। কিন্তু এর থেকে জঘণ্যতম ফিৎনা আর কি হতে পারে ? “সাবধান! তারাই ফিৎনাতে লিপ্ত আছে। নিশ্চয়ই জাহান্নাম কাফিরদেরকে পরিবেষ্টন করবে।”[৫]

এ ধরনের কাজ তোমাদের থেকে কতই না অপ্রত্যাশিত। তোমরা কেমন আচরণ করছ ? কোথায় ধাবিত হচ্ছ ?

মহান আল্লাহর পবিত্র গ্রন্থ (আল কোরআন) তোমাদের মাঝে রয়েছে, যেটা একটি অত্যুজ্জ্বল আলোকবর্তিকাস্বরুপ এবং সেটার আলামতসমূহ সুস্পষ্ট। আর এটার আদেশ নিষেধসমূহ অত্যন্ত স্পষ্ট। কিন্তু তদুপরি তোমরা এ মহান গ্রন্থকে উপেক্ষা করেছ।

তোমরা কি এ (পবিত্র গ্রন্থ) থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছ? নাকি সেটাকে বর্জন করে অন্য কিছু থেকে নির্দেশ গ্রহণ করছ। হায়! আফসোস! অত্যাচারীরা পবিত্র কোরআনের স্থলে কতই না নিকৃষ্ট বস্তুকে গ্রহণ করেছে।

(জেনে রেখ) “যদি কেহ পবিত্র ইসলামের বিধান ব্যতীরেকে অন্য কোন বিধানের অনুসরণ করে, তবে তা কখনও গ্রহণযোগ্য হবে না এবং পরকালে তারা ক্ষতিগ্রস্থদের অন্তর্ভূক্ত হবে।”[৬]

---

[৫]। সূরা তওবাহ্, আয়াত ৪৯।

[৬] । সূরা আলে ইমরান, আয়াত ৮৫।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

ফিদাক দখলের ঘটনা ও দখলকারীদের অজুহাতের প্রতি অকাট্য জবাব

ثمّ لم تلبثوا الاّ ريث (الى ريث) ان تسكن نفرتها، و يسلس قيادها ، ثمّ اخذتم تورون وقدتها و تهيّجون جمرتها، و تستجيبون لهتاف الشيطان الغويّ و اطفاء انوارالدّين الجليّ و اخماد سنن النّبي الصّفي .

تسرّون حسواً في ارتغاء، وتمشون لاهله و ولده في الخمر والضرّاء، ونصبر منكم على مثل حزّالمدى، ووخز السّنان في الحشا.

و انتم الآن تزعمون ان لا ارث لنا ؟

افحكم الجاهلية تبغون ؟ ﴿ و من احسن من الله حكماً لقومٍ يوقنون ﴾. افلا تعلمون ؟ بلى تجلّى لكم كالشّمس الضاحيّة انّى ابنته.

ايّها المسلمون ااغلب على ارثيه ؟ يابن ابي قحافة ! ا في كتاب الله ان ترث اباك ولا ارث ابي ؟ لقد جئت شيئاً فريّاً .

افعلى عمدٍ تركتم كتاب الله و نبذتموه وراء ظهوركم اذ يقول : ﴿ وورث سليمان داود ﴾

و قال فيما اقتصّ من خبر يحي بن زكريّا اذ قال : ﴿ فهب لي من لدنك وليّاً * يرثني و يرث من آل يعقوب﴾

و قال : ﴿ واولواالارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله ﴾

و قال: ﴿ يوصيكم في اولادكم للذّكر مثل حظ الانثين ﴾

وقال : ﴿ ان ترك خيراً الوصيّة للوالدين والاقربين بالمعروف حقاً على المتّقين﴾

و زعمتم ان لا حظوة لي ولا ارث من ابى ؟ ولا رحم بيننا ؟ افخصّكم الله بآية اخرج منها ابي؟ ام هل تقولون انّ اهل ملّتين لا يتوارثان ؟ اولست انا وابي من اهل ملّة واحدة ام انتم اعلم بخصوص القرآن و عمومه من ابي وابن عمّي؟

فدونكها مخطومة مرحولة، تلقاك يوم حشرك، فنعم الحكم الله، والزعيم محمدٍ (صلى الله عليه و آله) والموعد القيامة ، و عند السّاعة يخسر المبطلون ولا ينفعكم اذ تندمون، ﴿ ولكلّ نبأٍ مستقرّ و سوف تعلمون ﴾ ﴿ من يأتيه عذاب يخزيه و يحلُّ عليه عذابُ مقيم ﴾

"হ্যাঁ, তোমরা খেলাফতের উঠকে নিজেদের নিয়ন্ত্রণাধীন করে নিয়েছ। আর এক্ষেত্রে সমান্যতম অপেক্ষা কর নি, যাতে করে তা তোমাদের আয়ত্বে চলে আসে। হঠাৎ করেই ফিৎনার আগুন জ্বেলে দিয়েছ এবং তার উত্তপ্ত শিখার বিস্তার ঘটিয়েছ। পথভ্রষ্ট শয়তানের ডাকে সাড়া দিয়েছ এবং সত্য ধর্মের অত্যুজ্জ্বল প্রদীপকে নিভিয়ে ও রাসূল (সাঃ)-এর পবিত্র সুন্নাতসমূহ বিসর্জন দেওয়ার জন্য অপচেষ্টা করছ। (দুধের ফেনা তোলার অজুহাতে গোপনে তা সম্পূর্ণই পান করেছ।)

প্রকাশ্যে অন্যের প্রতি সুহানুভূতি দেখিয়েছ, কিন্তু বাস্তবে তোমরা নিজেদের অবস্থান সুদৃঢ়করণে ব্যস্ত রয়েছ।

রাসূল (সাঃ)-এর বংশধরকে কোণঠাসা করতে তোমরা গোপন আস্থানাতে অবস্থান নিয়েছ। আর এমতাবস্থায় আমাদের জন্যে ধৈর্য ও সহনশীলতা ছাড়া অন্য কোন পথ ছিল না। ঠিক তারই ন্যায়, যার গলার সামনে তরবারী ও বুকের সামনে বলম ধরা হয়।

বিস্ময়ের ব্যাপার হচ্ছে, তোমরা ধারণা করছ যে, আল্লাহ আমাদের জন্য মি'রাসী সম্পত্তি নির্ধারণ করেন নি। [আমরা রাসূল (সাঃ)-এর মি'রাসের হকদার নই।] তোমরা কী এখনও জাহেলী যুগের প্রথা অনুসরণ করছ ? "বিশ্বাসীদের জন্য আল্লাহ অপেক্ষা উত্তম বিধানকারী কে ?"[৭]

তোমরা কী এ বিষয়ে অবহিত নও ? হ্যাঁ, তোমরা তা ভালভাবেই জান, আর এ বিষয়টি সূর্যের ন্যায় তোমাদের কাছে সুস্পষ্ট যে, আমি হচ্ছি রাসূল (সাঃ)-এর কন্যা।

হে মুসলমানগণ! আমার মি'রাসী সম্পত্তি কী এভাবে জবর দখল হবে? হে আবু কুহাফার সন্তান! এটা কী কোরআনে আছে যে, তুমি তোমার পিতা থেকে মি'রাসী সম্পত্তির অংশ নিতে পারবে, কিন্তু আমি আমার পিতা থেকে মি'রাসী সম্পত্তি গ্রহণ করতে পারব না? এটা কতই না নিকৃষ্টতম কথা।

পবিত্র কোরআনকে কী ইচ্ছাকৃতভাবেই বর্জন ও উপেক্ষা করেছ। এ পবিত্র গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে, "সুলাইমান হচ্ছে দাউদের ওয়ারীস বা উত্তরাধিকারী।"[৮]

ইয়াহিয়া বিন জাকারিয়ার ঘটনাতে বর্ণিত হয়েছে ঃ (ইয়াহিয়া বলেন) হে প্রতিপালক! তুমি নিজের পক্ষ থেকে একজনকে আমার উত্তরাধিকারীরূপে প্রেরণ কর। যে হবে আমার ওয়ারীস বা উত্তরাধিকারী এবং আইয়ুবের বংশধরের উত্তরাধিকারী।[৯]

---

[৭]। সূরা মায়েদাহ্, আয়াত ৫০।
[৮]। সূরা নাম্‌ল, আয়াত ১৬।
[৯]। সূরা মারইয়াম, আয়াত ৫-৬।

আরও উল্লেখিত হয়েছে ঃ আল্লাহর বিধান অনুসারে আত্মীয়গণ হচ্ছে অন্যদের অপেক্ষা অধিকতর হকদার।[১০]

এছাড়া বর্ণিত হয়েছে ঃ আল্লাহ তোমাদের সন্তানদের সম্পর্কে নির্দেশ দিচ্ছেন যে, এক পুত্রের মি'রাসী সম্পত্তির অংশ দু'কন্যার অংশের সমান।[১১] আরও বর্ণিত হয়েছে ঃ (যদি কেহ ধন-সম্পদ রেখে যায়) তবে তাকে পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনের জন্য ন্যায়পরায়ণতার সাথে ওসিয়াত করা বাঞ্ছনীয়। আর এমনটি হচ্ছে মুত্তাকীনদের কর্তব্য।[১২]

তোমরা কী এমনটি ধারণা করছ যে, আমি নিজের পিতা থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে কোন ওয়ারীস পাব না? আমাদের মাঝে কী কোনরূপ সম্পর্ক ও আত্মীয়তার বন্ধন নেই?

আল্লাহ কী তোমাদের নিকট বিশেষ কোন আয়াত নাজিল করেছেন, যা দ্বারা আমার পিতাকে পূর্বোক্ত বিধান থেকে রহিত করা হয়েছে? নাকি এটি বলছ যে, দু'টি মাযহাবের অনুসারী একে অপরের উত্তরাধিকারের কোন হক রাখে না। তবে কী আমার পিতা ও আমি এক মাযহাবের অনুসারী নই?

নাকি তোমরা কোরআনের বিশেষ (খাস) ও সাধারণ (আম) নির্দেশাবলী সম্পর্কে আমার পিতা ও তাঁর চাচাত ভাই আলী (আঃ) অপেক্ষা অধিকতর অভিজ্ঞ ? যদি এমনটি হয়ে থাকে, তবে (আমার মি'রাসী সম্পদ) নিয়ে নাও। যা আরোহণের জন্য প্রস্তুত ও ব্যবহার উপযোগী হয়ে আছে ।

কিন্তু মনে রেখ! কিয়ামতের দিন তোমাদের সাথে সাক্ষাৎ করব এবং তখন জিজ্ঞাসাবাদ করব। আর সেদিন কতই না উত্তম যে, সেদিনের বিচারক হচ্ছেন স্বয়ং আল্লাহ, ফরিয়াদী হচ্ছেন মোহাম্মদ (সাঃ) ও বিচারকার্যের স্থান হচ্ছে কিয়ামতের ময়দান।

আর সেদিন বাতিলপন্থীরা ক্ষতিগ্রস্থ হবে, কিন্তু তখন অনুতপ্ত হলে তা তোমাদের জন্য কোন উপকার বয়ে আনবে না।

জেনে রেখ! "প্রত্যেক বস্তুরই (যা কিছু আল্লাহ্ তোমাদেরকে দান করেছেন) পরিণতি আছে (যা নির্দিষ্ট সময়ে সম্পন্ন হবে)। খুব শিঘ্রই তোমরা তা অবহিত হবে।"[১৩] "আর অতি শিঘ্রই জানতে পারবে যে, অপদস্তকারী আযাব কাদের দিকে ধাবিত হয় এবং কারা আল্লাহ্র চিরন্তন শাস্তির শিকার হবে।" [১৪]

---

[১]। সূরা আনফাল, আয়াত ৭৫।
[১১]। সূরা নিসা, আয়াত ১১।
[১২]। সূরা বাকারা, আয়াত ১৮০।
[১৩] । সূরা আনআম, আয়াত ৬৭।
[১৪] । সূরা হুদ, আয়াত ৩৯।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

আনসারদের প্রতি সহযোগীতার আহ্বান

ثمّ رمت بطرفها نحوالانصار فقالت :

يا معشر الفتية (النقيبة) واعضاد الملّة و حضنة الاسلام ! ما هذه الغميزة في حقّي والسّنة عن ظلامتى ؟

اما كان رسو ل الله (صلى الله عليه وآله وسلّم) ابي يقول : « المرء يحفظ في ولده » ؟

سرعان ما احدثتم و عجلان ذا اهالة، ولكم طاقة بما احاول و قوّةً على ما اطلب و ازاول.

اَتقولون مات محمدٌ (صلى الله عليه وآله وسلّم) فخطب جليل استوسع وهنه، واستنهر فتقه،

وانفتق رتقه، واظلمت الارض لغيبته، وكسفت النجوم لمصيبته ، واكدت الآمال، وخشعت الجبال ، واضيع الحريم ، وازيلت الحرمة عند مماته .

فتلك والله النازلة الكبرى، والمصيبة العظمى، لا مثلها نازلة، ولا بائقة عاجلة، اعلن بها كتاب الله جلّ ثناؤه في افنيتكم و في ممساكم و مصبحكم، هتافاً و صراخاً، و تلاوةً والحاناً، ولقبله ما حلّ بانبيا ءالله ورسله حكم فصل، و قضاء حتم .

﴿ وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افان مات او قُتِلَ انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضرّ الله شيئاً و سيجزي الله الشّاكرين﴾

ايهاً بني قيلة ! اُهضم تراث ابيه و انتم بمرأىً منّي و مسمع و منتدىً ومجمع؟ تلبسكم الدعوة و تشملكم الخبرة و انتم ذوو العدد والعدّة والاداة والقوّة، و عندكم السّلاح والجنّة، توافيكم الدعوة فلا تجيبون، و تاتيكم الصّرخة فلا تغيثون (تعينون)، و انتم موصوفون بالكفاح معروفون بالخير والصّلاح، والنّخبة الّتي انتخبت والخيرة الّتي اختيرت.

قاتلتم العرب، و تحمّلتم الكدّ والتعب، و ناطحتم الامم و كافحتم البُهَم لا نبرح او تبرحون، نأمركم فنأتمرون، حتّى اذا دارت بنا رحى الاسلام، و درّ حلب الايّام، و خضعت نعرة الشرك، و سكنت فورة الافك، و خمدت

نيران الكفر، وهدأت دعوة الهرج، واستوثق (استوسق) نظام الدّين، فانّى حرتم بعد البيان؟ واشررتم بعد الاعلان ؟ و نكصتم بعد الاقدام؟ واشركتم بعد الايمان؟

﴿ الا تقاتلون قوماً نكثوا ايمانهم و همّوا باخراج الرسول وهم بدؤكم اوّل مرّة اتخشونهم فالله احقّ ان تخشوه ان كنتم مومنين﴾

الا قد ارى ان قد اخلدتم الى الخفض، وابعدتم من هو احقّ بالبسط والقبض، قد خلوتم بالدّعة، و نجوتم من الضيق بالسّعة، فمججتم ما وعيتم و دسعتم الّذي تسوّغتم.

ف ﴿ ان تكفروا انتم و من في الارض جميعاً فا نّ الله لغنيّ حميد﴾

الا و قد قلت ما قلت على معرفة منّي بالخذلة الّتي خامرتكم والغد رة الّتي استشعرتها قلوبكم، ولكنّها فيضةُ النّفس، و نفثة الغيض (الغيظ)، و خور القناة، وبثّة الصّدر، و تقدمة الحجّة.

فدونكموها فاحتقبوها دبرة الظهر نقيبة (نقبة) الخفّ، باقيّة العار، موسومة بغضب الله و شنار الابد، موصولة بنار الله الموقدة الّتي تطّلع على الافئدة.

فبعين الله ما تفعلون.

﴿ و سيعلم الّذين ظلموا ايّ منقلب ينقلبون﴾

واناه ابنة نذير لكم بين يدي عذابٍ شديد، فاعملوا

﴿ انّا عاملون وانتظروا انّا منتظرون﴾

"অতঃপর নারীকুল শিরোমণি (আঃ) সমবেত আনসারদের প্রতি লক্ষ্য করে নিজের বীরত্বদীপ্ত খুতবাদান অব্যাহত রাখেন এবং বলেন ঃ

হে জোয়ানেরা! হে ইসলাম ও জাতীর সাহসী সেনারা! আমার প্রাপ্য ন্যায্য অধিকারের প্রতি তোমাদের এরূপ অনিহার কারণ কি ? আমার প্রতি এ অবিচারের মোকাবেলায় তোমাদের এমন নীরবতার হেতু কি ?

আমার পিতা কী তোমদেরকে নির্দেশ দেন নি যে, "প্রত্যেকের সম্মান ও মর্যাদা তার সন্তানদের ক্ষেত্রে সংরক্ষণ করবে ?"

কত শিঘ্রই অবস্থার পরিবর্তন ঘটিয়েছ, কতই না দ্রুত বিচ্যুতির শিকার হয়েছ। অথচ আমার ন্যায্য অধিকার বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয় শক্তি ও সমর্থ তোমাদের রয়েছে।

তোমরা কী ধারণা করছ রাসূল (সাঃ) দুনিয়া থেকে চীর বিদায় নিয়েছেন ? (তাঁর ইন্তেকালের সাথে সাথে সব কিছুর সমাপ্তি ঘটেছে। আর তাঁর বংশধরকে ভুলে যেতে হবে এবং তাঁর সুন্নাতের বিলুপ্তি ঘটবে?)

হ্যাঁ, তাঁর ওফাতের ঘটনাটি সকল মুসলমানদের জন্য ছিল অত্যন্ত শোক ও বেদনাদায়ক ঘটনা। এটা এমনই এক মর্মান্তিক বিষয় যা সবাইকে শোকাচ্ছন্ন ও মর্মাহত করেছে এবং তা প্রতিদিনই অধিকতর ও ব্যাপকতর হচ্ছে। পৃথিবী তাঁর বিয়োগান্তক ঘটনায় অন্ধকারাচ্ছন্ন, নক্ষত্রসমূহ তাঁর শোকে শোকাচ্ছন্ন ও সমস্ত প্রত্যাশা আজ হতাশায় পরিণত হয়েছে। পর্বতসমূহ আজ দুর্বল হয়ে গেছে, মানুষের মর্যাদা আজ ক্ষুন্ন হয়েছে এবং তাঁর ওফাতের কারণে আর কোন সম্মান ও মর্যাদা অবশিষ্ট থাকে নি।

আল্লাহর শপথ! এটা একটি বেদনাদায়ক ঘটনা, একটি শোকাবহ ট্রাজেডি এবং এমনি এক ক্ষতি যা কখনও পূরণযোগ্য নহে।

কিন্তু ভুলে যেও না রাসূল (সাঃ)-এর বিদায়ের বিষয়টি পবিত্র কোরআন পূর্বেই তোমাদেরকে অবহিত করেছিল। যে কোরআন সর্বদা তোমাদের গৃহসমূহে সংরক্ষিত আছে এবং প্রতিদিন সকাল-সন্ধায় তা উচ্চ অথবা স্বল্প আওয়াজ করে নানাবিধ সুরে পাঠ কর। তাঁর পূর্ববর্তী নবী (আঃ) গণও এ মহা বাস্তবতার মুখোমুখি হয়েছেন। কেননা, ইন্তেকালের বিষয়টি হচ্ছে আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত অবশ্যম্ভবী একটি ঘটনা।

হ্যাঁ, পবিত্র কোরআন সুস্পষ্ট ভাবে ঘোষণা করেছে ঃ মুহাম্মদ (সাঃ) কেবল আল্লাহর প্রেরিত দূত। তার পূর্বেও অনেক দূতকে পাঠানো হয়েছে। সে যদি মারা যায় অথবা নিহত হয়, তবে তোমরা কী তোমাদের পূর্বেকার ধর্মে প্রত্যাবর্তন করবে? (ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করে পুনরায় জাহেলী যুগের কুফরের মতবাদে প্রত্যাবর্তন করবে?) আর যে কেউ পূর্ববর্তী ধর্মে প্রত্যাবর্তন করবে, সে আল্লাহর কোন ক্ষতি করতে পারবে না এবং আল্লাহ অতি শিঘ্রই কৃতজ্ঞদেরকে পুরুস্কৃত করবেন।"[১৫]

হে ক্বীলাহর[১৬] সন্তানরা! আমার ওয়ারীস বা মি'রাসী সম্পত্তি জবরদখল হচ্ছে, আর তোমরা প্রকাশ্যে তা দেখছ ও শ্রবণ করছ। তোমাদের আলোচনা ও বৈঠকসমূহে এ বিষয়টি উত্থাপিত হচ্ছে এবং এ সংক্রান্ত খবরাদি তোমাদের নিকট পৌছাচ্ছে, কিন্তু তারপরও তোমরা নীরবে বসে আছ? অথচ তোমরা যথেষ্ট জনবল, প্রচুর যুদ্ধাস্ত্র ও শক্তি সমর্থের অধিকারী। আমার আহ্বান শুনতে পাচ্ছ কিন্তু কোন সাড়া দিচ্ছ না। আমার ফরিয়াদ তোমাদের মাঝে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে, কিন্তু এগিয়ে আসছ না? অথচ তোমরা ছিলে সাহসিকতায় সুপরিচিত ও কল্যাণকামীতায় প্রসিদ্ধ। আর তোমরা তো বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন গোত্রের ব্যক্তিবর্গ।

তোমরা আরবের মুশরিকদের সাথে যুদ্ধ করেছ, অপরিসীম দুঃখ ও কষ্ট সহ্য করেছ, উদ্ধত্যকারীদের অহংকার চুর্ণ করেছ এবং আরবের বীর-বাহাদুরদের সাথে যুদ্ধ করে তাদেরকে পরাস্থ

---

[১৫]। সূরা আলে ইমরান, আয়াত ১৪৪।

[১৬]। ক্বীলাহ ঃ একজন প্রসিদ্ধ ও সম্ভান্ত নারী । যে আনসার গোত্রের মাতা উপাধিতে ভূষিত।

করেছ। তোমরাই সর্বদা আমাদের পাশে থেকেছ ও আমাদের আদেশ-নির্দেশ মেনে চলেছ, যাতে করে আমাদেরকে কেন্দ্র করে ইসলাম গতিশীলতা লাভ করে। যুগ মাতার স্তনে দুগ্ধ বৃদ্ধি পায়, শিরকের গুঞ্জন তাদের কণ্ঠে আটকে যায় ও মিথ্যার পতন ঘটে। কুফরের দাবানল নিভে যায়, বিচ্ছিন্নতার প্রতি প্ররোচনার সমাপ্তি ঘটে এবং ইসলামী শাসন ব্যবস্থা দৃঢ়তা লাভ করে।

অতএব, পবিত্র কোরআন ও রাসূল (সাঃ)-এর পর্যাপ্ত দিক নির্দেশনা থাকা সত্ত্বেও আজ কেন এমন দিশেহারার শিকার হয়েছ? সত্য প্রকাশিত হওয়ার পরও কেন তা লুকিয়ে রেখেছ, নিজেদের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেছ এবং ঈমান আনার পরও কেন শিরকের দিকে ধাবিত হচ্ছো ?

"তোমরা কী সে সম্প্রদায়ের সাথে যুদ্ধ করবে না, যারা প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেছ ও রাসূল (সাঃ) কে বহিস্কারের সিদ্ধান্ত নিয়েছ? তারা সর্বপ্রথম তোমাদের বিরুদ্ধাচারণ করেছ, তোমরা কী তাদেরকে ভয় পাও? অথচ তোমরা যদি মু'মিন হয়ে থাক, তবে তোমাদের জন্য অধিক সমীচীন হচ্ছে আল্লাহকে ভয় পাওয়া।"[১৭]

জেনে রেখ! আমি দেখতে পাচ্ছি যে, তোমরা অনেক আরামপ্রদ জীবনকে বেছে নিয়েছ। তোমাদের মাঝে যে ব্যক্তি সর্বাপেক্ষা নেতৃত্ব ও কর্তৃত্বের উপযুক্ত, তাকে ত্যাগ করেছ। তোমরা শান্তিদায়ক ও আয়েশপ্রিয় জীবন-যাপনে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে এবং কষ্টকর দায়িত্ব ও কর্তব্যকে উপেক্ষা করে চলেছ।

হ্যাঁ, তোমাদের মাঝে যে ঈমান ও শিক্ষা ছিল, তা থেকে আজ তোমরা দুরে সরে গেছ। যে সুস্বাদু পানি পান করেছিলে, তা অতি কষ্টে গলা হতে বের করে দিয়েছ।

কিন্তু মনে রেখ, "যদি তোমরা ও পৃথিবীর সবাই কাফির হয়ে যাও (তবে আল্লাহর কোন ক্ষতি করতে পারবে না) তথাপি আল্লাহ অভাবমুক্ত ও প্রসংশাযোগ্য।"[১৮]

জেনে রেখ, আমার যা কিছু বলার ছিল, তা বলেছি। এতদাসত্ত্বেও আমি ভালভাবেই অবগত আছি যে, হকের প্রতি সহযোগীতা না করার বিষয়টি এখন তোমাদের রক্ত ও মাংশের সাথে মিশে গেছে এবং প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ তোমাদের স্বভাবে পরিণত হয়েছে। কিন্তু যেহেতু আমার অন্তর বেদনার্ত হয়েছিল, (ব্যাপক দায়িত্ব অনুভব করছিলাম) সেহেতু কিছু ব্যথা ও বেদনা প্রকাশ করেছি। আমার হৃদয়ে যে দুঃখ ছিল, তা বের হয়ে গেছে। যাতে করে তোমাদের সম্মুখে আমার দাবীর পক্ষে চুড়ান্ত যুক্তি উপস্থাপিত হয় এবং কারও নিকট যেন কোন অজুহাত অবশিষ্ট না থাকে।

এখন যদি এমনটি হয়ে থাকে, তবে এ খেলাফতের বহন, উক্ত ফিদাক ও সব কিছুই তোমরা নিয়ে নাও এবং শক্তভাবে সেগুলো আঁকড়ে ধর। কিন্তু স্মরণ রেখ, এটা তেমন কোন বহন নয়, যা দ্বারা তোমরা নিজেদের যাত্রা অব্যাহত রাখতে পারবে। এটার পিঠ হচ্ছে ক্ষত-বিক্ষত ও পা হচ্ছে খোড়া আর লজ্জার চিহ্ন ও খোদার ক্রোধের আলামত তাতে লিপিবদ্ধ হয়ে আছে। এটির জন্য রয়েছে চিরন্তন লাঞ্ছনা। আর পরিশেষে এটি সে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষিপ্ত হবে, যা আল্লাহর ক্রোধে প্রজ্জ্বলিত হবে।

---

[১৭]। সূরা তওবা, আয়াত ১৩।

[১৮]। সূরা ইব্রাহীম, আয়াত ৮।

ভুলে যেও না যে, তোমরা যা কিছুই সম্পাদন করছ, তা সবই মহান আল্লাহর দৃষ্টির আয়ত্তাধীন। "অতি শিঘ্রই অত্যাচারীরা জানতে পারবে যে, তারা কোথায় প্রত্যাবর্তন করবে।"[১৯]

আমি হচ্ছি সে নবী (সাঃ)-এর কন্যা, যিনি তোমাদেরকে ভয় প্রদর্শন করেছেন। "তোমরা নিজেদের দায়িত্ব সম্পাদন কর আমরা আমাদের দায়িত্ব সম্পাদন করব। তোমরা প্রতীক্ষায় থাক এবং আমরাও প্রতীক্ষায় রয়েছি।"[২০]

[১৯]। সূরা আশ্শুরা , আয়াত ২২৭।

[২০]। সূরা হুদ, আয়াত ১২১ ও ১২২।